যশোর বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (যবিপ্রবি) শহীদ মসিয়ূর রহমান হলে গত রবিবার রাতে ছাত্রলীগের দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ ঘটেছে। বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি সোহেল রানা ও সাধারণ সম্পাদক তানভীর ফয়সালের অনুসারীদের মধ্যে এই সংঘর্ষ শুরু হয়। প্রভাব বিস্তার করতে গিয়ে এই ঘটনা ঘটেছে।

এতে পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র রায়হান রহমান রাব্বি, রসায়ন বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র জুবায়ের, শারীরিক শিক্ষা ও ক্রীড়া বিজ্ঞান বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ছাত্র নুর আলম, চতুর্থ বর্ষের সৌমিকসহ অর্ধশতাধিক ছাত্রলীগকর্মী আহত হন।

বিজ্ঞাপন

ক্যাম্পাস সূত্রে জানা যায়, সন্ধ্যা সাড়ে ৭টার সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের কদমতলায় তানভীর ফয়সালের দুই অনুসারী অস্ত্র দিয়ে সোহেল রানার অনুসারীদের ধাওয়া করেন। এরপর কদমতলা থেকে তানভীরের অনুসারীরা শহীদ মসিয়ূর রহমান হলে এসে অবস্থান নেন। রাত সাড়ে ৮টায় সোহলের নেতৃত্বে তাঁর অনুসারীরা হলে প্রবেশ করলে দুই পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। এতে ধাওয়াধাওয়ির ঘটনা ঘটে। এদিকে ঘটনার সংবাদ সংগ্রহকালে বিশ্ববিদ্যালয় সাংবাদিক সমিতির সদস্য শিহাব উদ্দিন সরকারকে মারধর করে তাঁর মুঠোফোন ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। তাঁকে যশোর সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

যবিপ্রবি উপাচার্য মো. আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘ক্যাম্পাসে ছাত্রলীগের সভাপতি-সম্পাদকের কর্মীদের কোন্দলে সংগঠিত ঘটনা এবং দায়িত্বরত সাংবাদিকের ওপর হামলার বিষয়ে লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। দ্রুত তদন্ত কমিটি গঠন করা হবে। দোষীদের বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আর হামলায় আহত হওয়া সাংবাদিককে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বপ্রকার সহায়তা করা হবে। ’